হিমনেথ ও রবীন্দ্রনাথ

সমীর রায় চৌধুরী

ইংরেজ বানানে হয় জুয়ান র‍্যামোন জিমেনেজ। স্পেনীয় উচ্চারণে ইংরেজি ঝে শব্দটা হয়ে যায় হ এবং জেড উচ্চারণটি হয় থ। সব মিলিয়ে নামটি হয় হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ। বিংশ শতকে স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন এই হিমেনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি কিন্তু বিদেশে ববীন্দ্র অনুবাদের জগতে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। স্পেনীয় জগতে তিনি ছিলেন আদর্শ রবীন্দ্রভক্ত। আমাদের মুল আলোচনা হল হিমেনেথের পরিচয়টি এবং লেখালেখির আলোচনা।

হিমেনেথ জন্মেছেন ১৮৮১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মোগের অঞ্চলের ম্যান্টেকন (Mantecon) শহরে। এটি ছিল আন্দালুশিয়া প্রদেশের একটি ছোট শহর। পিতার নাম ভিক্টর হিমেনেথ । তাঁর পেশা ছিল দুটি। একটি হল ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং অপরটি মদ তৈরি। ভিক্টরের তিনি পুত্রের মধ্যে এই একজনই ঝিবিখ্যাত হয়েছেন। ভিক্টরের দুটি বিবাহ। প্রথম বিবাহরে ফসল একটি কন্যা এবং দ্বিতীয় বিবাহের ফসল হুয়ানেরা তিন ভ্রাতা । কন্যাটি বাস করতেন এদেরসঙ্গে।
শৈশব থেকেই হিমেনেথের স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত খারাপ তা সত্ত্বেও তাকে ভর্তি করানো হল ক্যাডিথ জেসুইট একাডেমিতে। সেখানে পড়াশুনা করলেন ১৮৯১ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। এই সময় তিনি করতেন চিত্রাঙ্কন। এঁকেছিলেন যিশুখ্রিষ্টের ছবি এবং তার নীচে লিখে দিয়েছিলেন --- 'সব মানুষকে দিও না তোমার হৃদয়।' এটি খুব প্রশংসিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে তিনি ভর্তি হন আইন পড়ার জন্য সেভাইল ঝিবিদ্যালয়ে। সেখানে একদিকে করতেন
চিত্রাঙ্কন এবং অপরদিকে পড়তেন ফরাসি রোমান্টিকদের রচনা। তখন তাঁর উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্কান নিয়েই তিনি হবেন বড় শিল্পী। কিন্তু হঠাৎ শু হল কবিতা লেখা। এরপর দূরায়িত হল চিত্রাঙ্কন এবং মুল সাধনাই হয়ে দাঁড়াল কাব্যচর্চা। এই সময় তাঁর প্রিয় ছিল বেকার। এইভাবে কিছুদিন কাব্যচর্চা করার পর প্রথম তাঁর কবিতা ছাপা হল 'ভিতা নুওভা' (The New Life) নামে একটি পত্রিকায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করল নিকারাগুয়ার স্পেনীয় কবি বেন দারিয়ো এবং স্পেনের কবি ফ্রান্সিসকো ভিলো এস পেসারের। বেন দারিয়ো তখন বেশ খ্যাতনামা কবি। এইসব কবিরা যা করলেন তার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। ১৮৯৮ সালে স্পেন এবং আমেরিকার যুদ্ধ শু হয় এবং যুদ্ধে স্পেনের পরাজয়ের দণ আমেরিকার ওই ভূখন্ড স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। এইসব কবিরা এই ঘটনার স্মৃতি হিসাবেদল গঠন করেন এবং সেই গোষ্ঠির নাম দেন ৯৮-এর গোষ্ঠি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল নব্যবাদী, স্পেনীয় ভাষায় মর্দেনিস্তা কবিতা লেখা। স্বদেশপ্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁরা একত্রিত হলেও দেশে বহুদিন ধরে প্রথাসিদ্ধ রচনায় ঘোরটোপ থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করতে হবে এই ছিল তাঁদের সাধনা। এই নব্যবাদীদের সঙ্গে মিশে হিমেনেথ লিখলেন দুটি কাব্যগ্রন্থ। প্রথমটির নাম 'নিনফিয়াস' যার নিপাট বঙ্গানুবাদ হয় যথাক্রমে ফিরোজা আত্মা এবং জল কমল। প্রথমটির শিরোনাম দিয়েছিলেন স্বয়ং বেন দারিয়ো এবং দ্বিতীয়টি নামকরণ করেছিলেন ভাল্যে ইনক্লান নামে একজন কবি। বহু পরে হিমেনেথ অবশ্য নিজের লেখা এই কাব্যগ্রন্থ দুটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন।

এই সময়টাতে তিনি ছিলেন মাদ্রিদে। এর মধ্যে ঘটে গেল এক কাণ্ড। সেটা ছিল ১৯০০ সাল। তিনি খবর পেলেন তাঁর পিতার প্রয়াণ ঘটেছে। তিনি ফিরে এলেন ম্যান্টেকন শহরে। পিতাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। তাই মনে এত আঘাত পেলেন যে সেই আঘাতে হারালেন মানসিক স্থৈর্য । ঘটে গেল চিত্তবৈকল্য। শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্যানেটোরয়ামে পাঠাতে হয়। ওই স্যানাটোরিয়ামের নাম ছিল ক্যাস্টেল ডে এ্যানডর্টে বোরদেক্স। সেখানে ডাক্তারেরা তাঁকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন । এই সময় তাঁর মনের মধ্যে ক্রিয়া করেছিল মৃত্যুচেতনা এবং আজীবনই এই চেতনা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছিল। সুস্থ হবার পর তিনি আবার ফিরে এলেন কবিতার জগতে । সেই সময় তিনি মনযোগ দিয়ে পড়তেন ফরাসি প্রতীকবাদী কবি পাল ভেরলেন, আর্থার রিমবাড এবং স্টিফেন মালার্মের কবিতা। এই কবিতাগুলিই তাঁকে আবার উদ্দীপনা জোগাল, কিন্তু মৃত্যুচেতনা থেকে তিনি মুক্ত হলেন না। বিভিন্ন সমালোচকদের মতে ১৯০২ সালে মাদ্রিদে ফিরে গিয়ে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তা ছিল মনের দিক থেকে পরিণত।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত হিমেনেথ কাটালেন মোগের অঞ্চলে। এই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ'এলিজিয়াস পুরাগ' (১৯০৮) এবং 'বালাদস দে প্রিমাভেরা' (১৯১০)। ১৯১২ সালে আবার ফিরে এলেন মাদ্রিদে।তখন তাঁর যথেষ্ট কবিখ্যাতি হয়েছে। বঙ্গানুবাদে তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল

চাঁদ এসে নদীজল
চাঁদ এসে নদীজল রচে দিল সোনার বরণ,
--- সকালের হিম সমীরণ ---
এল সাগর থেকে ফেনানো ঢেউয়ের পরম্পরা

ভোরাই আলোর রঙ ধরা....

বিষন্ন নিস্তেজ সেই মাঠের বিস্তার
আলো হয়ে উঠলো ... শুধু রয়ে গেল ঝিঁঝিঁর গলার
থেকে যাওয়া গানের বাতা
জলের তমিস্র কাতরতা ...

বাতাস পালিয়ে গেল গুহার কন্দরে,
ত্রাস তার আপন কোটরে ;
পাইনের সবুজ বিস্তার জুড়ে দিল হানা
খুলে যাওয়া ডানা আর ডানা ...

সারা আকাশের তারা মরণ উন্মুখ চারিধারে
রক্তাভা লেগেছে ঐ পাহাড়ে পাহাড়ে
বাগানের ইঁদারা গভীর হতে
পাখির কূজন ভেসে ওঠে।

মৃত্যু আর বিষণ্ণতা ঘুরে ফিরে এসেছে এই কবিতার মধ্যে।
তখন হিমেনেথের খুবই কবিখ্যাতি কিন্তু জীবনের মোড় ফিরল ভিন্ন দিকে। তখন মাদ্রিদে একটি ছাত্রাবাসে ছিল একটি সাহিত্য কেন্দ্র। সেখানেই পরিচয় হল জেনেবিয়া কামপ্রুবি আময়মার নামে মার্কিন প্রবাসী এক স্প্যানিশ মহিলার সঙ্গে। তাঁর ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অসাধারণ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্ররচনার একজন তন্নিষ্ঠ পাঠক। এবং উদ্দেশ্যছিল স্প্যানিশ ভাষায় রবীন্দ্র অনুবাদ। তাঁর এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন হিমেনেথ। জেনোবিয়ার দৌলতে ইংরেজি অনুবাদের ম ধ্যমে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। রবীন্দ্ররচনার মধ্যে হিমেনেথ নিজেকে আবিস্কার করলেন নতুনভাবে। সমালোচকেরা বলেন, তাঁর মৃত্যু চেতনাই রবীন্দ্রনাথকে বোঝার সূত্র। জেনোবিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৯১৬ সালের ২রা মার্চ।

এবার জেনোবিয়া যোগাযোগ করলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ছয়খানি চিঠি লেখেন রবীন্দ্র নাথকে তিনখানি এবং পিয়ার্সন ও এ্যন্ড্রুজেকে একটি করে। এই চিঠিগুলি লেখার আগে প্রায় চার বছর জেনোবিয়া কল্পনাায় চিঠি রবীন্দ্রনাথকে । প্রথম চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে তার ছোটোবেলার শিক্ষক ফাদারক পেনারান্দার কথা পড়ে কবির সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। হিমেনেথ পড়েছিলেন সুয়ের্তো দে সান্তা মারিয়ার জেসুইটদের স্কুলে, আন্দালুশি পেনারান্দার পরিজনেরা ছিলেন সেই ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রথম চিঠিতে এ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন হিমেনেথের ইচ্ছার কথা। যুদ্ধ থামলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবেন ইউরোপের কোথাও বা খোদ শান্তিনিকেতনের স্কুলে। এশিয়াটিক প্রফেটের পাশে তিনি গিয়ে বসবেন। রবীন্দ্র অনুবাদের বিষয় নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে হয় কবি না হয় কবির অতিপরিচিত কারোর সঙ্গে তিনি বসতে চান অনুবাদ নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য অনুবাদ যেন মূল রচনার সঙ্গে অমিল না হয়।

এরপরে লিখেছিলেন আন্দালুশিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেশের সাদৃশ্যের কথা। এদেশের পাঠক জানে না যে ঝিকবি রয়েছেন তাদের পাশে। উত্তর দিয়েছিলেন ঝিকবি কিন্তু কি উত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। এর পরের চিঠিতে দেখা যায় হিমেনেথ 'ডাকঘর' অনুবাদ নিয়ে বিব্রত। জেনোবিয়া জানাচ্ছেন মাদ্রিদে গেরেরো মেনদোয়া কোম্পানি 'ডাকঘর' অভির্নয়ের উদ্যেগ নিয়েছেন। জানাচ্ছেন মঞ্চ রচনায় জটিলতা নেই কিন্তু তিনি জানেন না ভারতীয়দের স্বাভাবিক পোষ াককি ? তারা যেসব বিবরণ পেয়েছেন তা তাদের পছন্দ হয়নি তাই তিনি স্বয়ং ঝিকবির অভিমত চান। আরও লিখেছেন যে শান্তিনিকেতনে যারা 'ডাকঘর' করেছেন তাদের একজোড়া পোষাক, কামপ্রুবি,কাসতালেনা ১৮ মাদ্রিদ, স্পেন এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। এছাড়া দইওয়ালার ডাকের বিশেষ কোনো সুর আছে কি না ? সুধার আনা ফুলের ভিতরে কি ফুল ছিল ? কবি যদি তাঁর কিছু মৌলিক বই তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন তাহলে তারা বিশেষ বার্ধিত থাকবেন।

'ডাকঘরের' স্প্যানিশ অনুবাদ শেষ পর্যন্ত ছেপে বেরোয় ' এল কার্তেরো দেল রেঈ' এই নামে। জেনোবিয়া জানিয়েছেন অভিনয়ের বিপুল সাফল্যের কথা। এখ ানেই শেষ নয়। এই অভিনয়ের ফলে সেখানে আর্ট থিয়েটার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে গেছে এবং এই অভিনয়ের পর সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। তার নাম 'ইদেয়ালেদাদ'। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল সে হিমেনেথ প্রাণপনে অনুবাদ করে যাচ্ছেন এবং তার 'গৃহিনী সচিবঃ মিথঃ প্রিয়শিষ্যাললিতে কলা বিধৌ' জেনোবিয়া সমানেই যোগাযোগ করে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ১৯২০ - ২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে যান তখন জেনোবিয়া তাঁকে আমন্ত্রণ করেন স্পেনে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি লেখেন যদি কবি বার্সিলোনাতে না যান তাহলে তাঁরা যেন মাদ্রিদে আসেন। তিনি নিজে কবিকে মাদ্রিদ স্টেশনে সম্বর্ধনা করবেন। একটি ঘর তাঁরা সাজিয়েছেন এসপানিয়ার কমলফুলের গন্ধ দিয়ে সেইখানে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন। মাদ্রিদে আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯২৩ সালে কবি সেখানে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই আমন্ত্রণের সঙ্গে হিমেনেথ দম্পতি যুক্ত ছিলেন না। হিমেনেথ ও জেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথের মোট বাইশটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন এবং হিমেনেথ ঝিকবিকে কখনো চিঠি লেখেননি কিন্তু তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আরও লিখেছেন ডাকঘরের আমলকে নিয়ে, শিশু কাব্যগ্রন্থের ভারতীয় শিশুকে নিয়ে, এছাড়া রাজা নাটকের রাজার উদ্দেশে। এগুলি লেখা নিপাট গদ্যছন্দে যার প্রেরণা ববীন্দ্রনাথের লিপিকা । সেগুলি থেকে এবার কিছু নমুনা উল্লেখ করা য াক—

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিতঃ
'তোমার অতো বড় হৃদয়ের একটা নতুন কায়া দিতে চেষ্টা করেছি আমরা এই বইয়ে, সত্য আপুর্ণ তোমার চিত্ত তুমি সঙ্কলন করে তুলতে চেয়েছ যার মধ্যে। সে কি একে দোলা দিয়ে উঠবে তার রক্তস্পন্দনে, তার ছন্দে? তোমার হৃদয় কি স্বতঃস্ফুর্ত বেজে উঠবে আমাদের এ কায়ায় ? বলো, আমাদের এই দেহের ভেতরে কী রকম বোধ করছে তোমার হৃদয় ?....'

ডাকঘরের মৃত অমলের প্রতিঃ
ঘুমোও। সুধা তোমায় ভোলে নি গো, আর আজ রাতেই রাজা আসবেন। অমল । শান্তি হয়ে ঘুমোও। ঘুমোও ; যেনজেগে উঠেই চোখ ভরে দেখতে পাও সুধার দেওয়া সে ফুল তোমার হাতে ধরা, আর তার সে মুখখানি। ঘুমোও।'
শিশু কাব্যের ভারতীয় শিশুর প্রতিঃ
রয়েছে এইখানেই, রয়েছে; অনুভব করছি আছো আমাদেরই মাঝখানে...কিন্তু কোথায় তুমি? খেলছ গাঁয়ের নিরালাপদ্মবনে, কানে আসছে কথা বলছ একা একা যখন হাওয়ায় খুলে যাচ্ছে ঢেউয়ের জাল, ওগো কাগজের নৌকার নেয়ে, এর আগেই তো স্বর্গে ছিলে চাঁদের মাঝি, মায়ের রাতজাগা প্রহরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলে। নীল একটি রশ্মিরেখা!...'

রবীন্দ্র রচনার ইরেজি অনুবাদ Song Offerings এর স্প্যানিশ অনুবাদ করে নাম দিয়েছিলেন 'ওপ্রেন্দা লিরিকা' The Crescent Moon–এর স্প্যানিশ অনুবাদের নাম 'আ লুনা ন্যুয়েভা,' 'পোয়েমাস দে নিনিয়োস'। The Gardener (নৈবেদ্য)-এর স্প্যানিশ অনুবাদেরে নাম 'এল হার্দিনেরো'। Fruit Gathering-এর স্প্যানিশ অনুবাদের নাম'লা কোসেচা।'Sanyasi, or the Ascetic-এর স্প্যানিশ অনুবাদের নাম 'এল আসখোত।' The King and theQueen-এর স্প্যানিশ অনুবাদ 'এল রেঈ ঈ লা রেঈনা'। মালিনী নাটকটিকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে তার নাম দিয়েছিলেন 'পোত্রমা দ্রামাতিকো।' এছাড়া Stray Birds-এর অনুবাদের নাম 'পাহারোস পের্দিদোস'।

সমালোচকদের মতে তিনি অনুবাদেরে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছেন। মোট বাইশটি গ্রন্থের অনুবাদ সহজসাধ্য নয় এবং সময়সাপেক্ষ । তা সত্ত্বেও তাঁর নিজের রচনার সংখ্যা কম নয়। দুটি কাব্যগ্রন্থের সুনাম পৃথিবী জোড়া । একটির নাম 'প্লাতেরো এবং আমি' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'লিব্রোস দে পে য়েসিয়া'। শেষোক্তটির জন্য তিনি ১৯৫৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান। জেনে গেলেন কবি নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন কিন্তু পাওয়াটা দেখে যেতে পারেননি। নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় হিমেনেথ বক্তৃতায় বলেছিলেন এ পুরস্কার এবং রবীন্দ্ররচনার অনুবাদের কৃতিত্ব সবই জেনোবিয়ার, এত ছিল তাঁদের প্রেম যা ইউরোপে বিরল। জেনোবিয়া প্রয়াণ ঘটে ১৯৫৬ সালে আর হিমেনেথ প্রয়াত হয় এর ঠিক দু বছরের মধ্যে ১৯৫৮ সালে ২৯শে মে তাঁর পুয়ের্তোরিকোর বাসভবনে। প্রকৃতির বাউল এইভাবে পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে গেলেন।

তথ্যপঞ্জী
১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ হিমেনেথের শিকড়ের ডানা। আনন্দধারা প্রকাশ সেপ্টম্বর ১৯৯০।
২) আমেরিকান লাইব্রেরি থেকে ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্য।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com